R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.). 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP-214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা মাঘ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ১৭ই জানুয়ারী, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

গরু পাচার করা লরির ধাক্কায় মাটির গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত, শিশু কন্যার মৃত্যু, গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের কালিডাঙ্গা গ্রামে গত ৮ জানুয়ারী '০৩ সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ট্রাকের ধাক্কায় একটি মাটির বাড়ী সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গৃহস্বামী বিশ্বনাথ দাস ও তাঁর স্ত্রী আরতি গুরুতর জখম হন। তাঁদের সাত বছরের শিশু কন্যা সোনামুনি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহত বিশ্বনাথ ও আরতিকে গ্রামবাসীরা সাগরদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পুলিশ রাতে এসে সোনামুনির মৃতদেহ ও ট্রাকটি নিয়ে যায়। ড্রাইভার ও খালাসি বেপাত্তা। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বীরভূমের লোহাপুর হাট থেকে গরু ও মোষ হাঁটা পথে বা ট্রাক ভর্তি করে নিয়মিত রতনপুর, ব্রাহ্মণীগ্রাম, সাগরদীঘি, মনিগ্রাম, বিষ্ণুপুর, কালিডাঙ্গা গ্রামের মধ্যে দিয়ে কাবিলপুর ঘাট পার হয়ে লালগোলা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসন সব কিছু দেখেও চুপ। ঘটনার দিনও কাবিলপুর ঘাটে গরু নামিয়ে দিয়ে ফাঁকা ট্রাকটি ফিরে যাবার পথে কালিডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পীচ রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে বিশ্বনাথ দাসের বাড়ীর মাটির দেয়ালে সজোরে আঘাত করে। মাটির দেয়াল ভেঙে গেলে ট্রাকটি ঘরে ঢুকে গিয়ে বিশ্বনাথ দাস ও তাঁর স্ত্রী আরতিকে আঘাত করে। বিশ্বনাথের দুটো হাত ও আরতির দুটো পা গুরুতর জখম হয়। তাদের পাশে বসে থাকা প্রথম শ্রেণীতে পাঠরতা শিশু কন্যা সোনামুনি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

টাকা পরিশোধ না করায় লাইন কাটতে গিয়ে কর্মীরা না পেলো লাইন না পেলো মিটার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের সাদিকুল ইসলাম গত ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ দপ্তরের পাঠানো কোটেশন মতো কালেকশনের জন্য ৪৩০ টাকা (রসিদ নং ০৩৫৩১৯ তাং ৩-৪-৯৬) এবং লেবার চার্জের ১৬০ টাকা (রসিদ নং ০৩৫৩১৮ তাং ৩-৪-৯৬) রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দেন। এর পর দীর্ঘ দু' বছর চলে যাবার পর বিদ্যুৎ দপ্তরের নির্দেশ মতো পুনরায় মিটারের জন্য ৫০০ টাকা (রসিদ নং ০২৮২৭৫ তাং ১৯-৬-৯৮) জমা দেন। তাঁর রসিদে সার্ভিস কানেকশন নম্বর ডি/১০৬৮৯ উল্লেখ করা হয়। এরপর সাদিকুল দিনের পর দিন বিদ্যুৎ দপ্তরে ঘুরে একই উত্তর পান—'সময় হলেই কানেকশন পাবেন' ইত্যাদি। এরপর আবার দীর্ঘ অপেক্ষার পর হঠাৎ গত নভেম্বরে লোক মারফৎ সাদিকুলের নামে নভেম্বর/ডিসেম্বর '০২ এবং জানুয়ারী '০৩ এর একটা বিদ্যুৎ বিল এসে হাজির তার কাছে। তাতে ঐ তিন মাসের একত্রে ১৮১ টাকা এবং বকেয়া পাওনা বাবদ ৪৬৬ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিলের মাথায় যথারীতি মিটার দেখার আগের তারিখ, হালের তারিখ, কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে, মিটার নম্বর ৬০৫৮০৬ সব কিছু বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। এই পরিস্থিতিতে সাদেকুল দিশেহারা হয়ে রঘুনাথগঞ্জে ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ছুটে যান। সেখানে অফিসারের নির্দেশে একটা দরখাস্তও জমা দেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পর গিয়ে দেখেন দরখাস্তটি টেবিলেই ফাইল চাপা পড়ে আছে। এস, এস সাদেকুলকে জানিয়েদেন তাঁর অফিসের ষ্টাফ অসীম বাবু না এলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

মদ্যপ যুবকদের বেলেল্লাপনার প্রতিবাদ করায় রাস্তা ঘিরে মারধোর

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সুভাষ দ্বীপে পিকনিক করতে এসে বহরমপুরের একদল শিক্ষক স্থানীয় কিছু ছেলের হাতে প্রহৃত হন। জানা যায়, ঘটনার দিন সুভাষ দ্বীপে স্থানীয় গোডাউন কলোনী এলাকার কিছু ছেলে পিকনিক করতে গিয়ে নেশা করে অসভ্যতা শুরু করে। তাদের পাশেই বহরমপুরের একটি দল পিকনিক করতে এসেছিলেন। তাঁরা প্রতিবাদ করেন। এই নিয়ে অশান্তি দেখা দিলে স্থানীয় লোকজন এসে মিটমাট করে দেয়। পিকনিক শেষে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বর্দ্ধিষ্ণু দুটি গ্রামে যাতায়াতের উপযুক্ত কোন রাস্তা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া অঞ্চলের বংশীয়া ও ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম দুটি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হলেও গ্রামবাসীদের চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত। রঘুনাথগঞ্জ—সাগরদীঘি বাস পথে ছামুগ্রাম ষষ্টীতলা ষ্টপেজ থেকে যে রাস্তাটি ছামুগ্রাম হাই স্কুল হয়ে বংশীয়া ও ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম ছুঁয়ে বালিয়া-কালিয়াডাঙ্গা চলে গেছে তার অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। প্রায় পনের বছর আগে মানগ্রাম ক্যাথলিক চার্চের ফাদারের উদ্যোগে রাস্তাটি মোরাম ফেলে সংস্কার করায় এলাকার মানুষ চলাচলে গতি পেয়েছিলেন। এরপর আজ পর্যন্ত ঐ ৪/৫ কিলোমিটার রাস্তায় পঞ্চায়েত থেকে এক ঝুড়ি মাটিও ফেলা হয়নি। গ্রামবাসীরা অনেক লেখালেখি করেও কিছু করতে পারেননি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তাই গ্রামের মানুষের আশা—এবার কিছু হতে পারে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা মাঘ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

এই মৃত্যু কি বলিয়া গেল

একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘা হয়। তাই এই ছোঁওয়া আক্রান্ত জনের জীবনে টানিয়া আনে জীবন যবনিকা। অনুরূপ কথারও চল রহিয়াছে সমাজ জীবনে—তাহা হইল থানা কর্মীর ছোঁয়া কাহারও গায়ে লাগিলে আর রক্ষা নাই। আক্রান্তের জীবনও নানাভাবে বিপন্ন হইতে পারে—এই জাতীয় লোক বিশ্বাস চলিয়া আনিতেছে। বহুকাল আগে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন —'প্রজাপীড়নের প্রধান প্রধান অঙ্গের এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার এক অঙ্গের নাম ফৌজদারি উপদ্রব। এ নাম শ্রবণ মাত্র কোন্ ব্যক্তি না কম্পিত কলেবর হয়? পঞ্চম বর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া মিলীন হয়।' বিপদে না পড়িলে, বিপন্ন না হইলে কোন মানুষই সহজে তাহাদের স্মরণাপন্ন হইতে চাহে না। অথচ তাহারা সমাজের আর্ত্ত বিপন্ন মানুষের বন্ধু, উদ্ধার কর্ত্তা, শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক। তাহারা অত্যাচারিত নিরাশ্রয়ের আইনি আশ্রয়দাতা। এই সব কি কেবল কথার কথা? সাম্প্রতিক ঘটনা কি ইহার সত্যতাকে সমর্থন করে?

কলিকাতায় ট্রাফিক সার্জেন্ট বাপি সেনের মৃত্যু সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে নানা সংশয় এবং বিপদাশঙ্কার মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দেয়। প্রয়াত সেন পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী। সমাজের বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহার সহ-কর্মীদের হাতে নিগৃহীত, লাথি ঘুঁষি এবং বুটের আঘাতে গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হন এবং মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিয়া শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন।

তাহার অপরাধ তিনি নতুন বৎসরে সন্ধ্যা বেলায় ইভটিজারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। তিনি প্রশাসনের লোক। বিপন্ন মানুষের রক্ষা কর্ত্তা। ইভটিজিং এক জঘন্য অপরাধ। সমাজে নারী জাতি মাতৃ স্থানীয়া। কেহই অযোনি সম্ভবা নহেন। তাহাদের উত্যক্ত করা কিংবা তাহাদের শ্লীলতা হানি করা শুধু গর্হিত কাজ নহে, অসামাজিক, সমাজ বিরোধী কাজও বটে। প্রয়াত সেন ইভটিজারদের হাত হইতে এক মহিলাকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শোনা যাইতেছে যে, এই ইভটিজাররা ছিল পাঁচ জন পুলিশের লোক। কি কলিকাতা কি মফঃস্বল শহরের কোথাও না কোথাও ইভটিজিং এর অত্যাচারে মা বোনদের পথে চলাফেরা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। আতঙ্কিত মা বোনেরা ইহার বিরুদ্ধে বিচারের আশে কাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে? লেখক অক্ষয় কুমারের ভাষায়—যাদ রক্ষক ভক্ষক হয়। বাপি সেনের অকাল মর্মান্তিক মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নিজেদের সভ্য সমাজের মানুষ বলিতে আমাদের লজ্জা হয়। ইভটিজিং এর মত অসভ্যতা সভ্য মানুষের আদিম উন্মত্ত উল্লাস এবং মানস বিকৃতি ছাড়া আর কি? আরো লজ্জা যাহারা সাধারণ মানুষকে রক্ষা করিবেন, নিরাপত্তা দিবেন, তাহারাই এই জাতীয় পাশবিক আনন্দের শরিক, উল্লাসের উন্মত্ততায় প্রেত নিত্য করিতেছেন। পুলিশের হাতে পুলিশ সার্জেন্টের মৃত্যু সেম সাইড গোলের মতো হইলেও পুলিশ প্রশাসনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দিকে কি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? দুর্ভাগ্য লোক চক্ষুর দৃষ্টির আড়ালে পুলিশের হাতে কত নিরপরাধ নিরীহ মানুষ অযথা হেনস্থা, নিগৃহীত হইতেছে, এমন কি পৃথিবীর বুক হইতে সরিয়া যাইতেছে তাহার খবর কে রাখে? বাপি সেনের মর্মান্তিক মৃত্যু সেই কথা বলিয়া গেল, মনে হয়।

রেলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস বিফলে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : মালদা—হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো, সময়ের পরিবর্তন ছাড়াও মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে নির্ধারিত সময়-সূচী অনুযায়ী চালানোর দাবীসহ এক-গুচ্ছ দাবী পত্র নিয়ে আইনজীবী বালক মুখার্জী হাওড়ার ডি আর এমকে চিঠি দেন। ঐ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ নভেম্বর এক আলোচনায় ডি আর এম শ্রীমুখার্জীকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। তবে গৌহাটি-দাদার এক্সপ্রেস ট্রেনটির ফরাক্কায় স্টপেজের দাবীতে গত বছর লোকসভার পিটিশন কমিটির মাধ্যমে রেলমন্ত্রকের কাছে দাবী পেশ করে-ছিলেন এলাকার সাংসদ, বিধায়কসহ সর্বস্তরের মানুষ। জানা যায় গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে ফরাক্কায় ঐ ট্রেনটির স্টপেজ ঘোষণা হয়েছে।

চাঁই সম্প্রদায়ের বিজয় সমাবেশে কংগ্রেস নেতারা সম্বর্দ্ধিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : চাঁইরা ভারতীয় সংবিধানে তপশিল জাতির ৬০ নম্বর ক্রমিকে স্থান পেয়েছে কিছুদিন আগে। চাঁই সম্প্রদায়ের তপশিল মর্যাদা পাওয়ার লড়াইয়ে যে সব কংগ্রেসী নেতারা লোকসভা ও রাজ্যসভায় সোচ্চার হয়েছিলেন গত ২৭ ডিসেম্বর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুলে চাঁইদের বিজয় সবাবেশে সে সব নেতাদের সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। সমাবেশে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাঁই জাতিভুক্ত প্রতিনিধিরা যোগ দেন। রাজ্যসভা ও এ আই সি সি-র সদস্য প্রণব মুখার্জী এবং মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী ছাড়াও জেলার অন্যান্য কংগ্রেসী বিধায়কদের সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। চাঁই নেতাদের মধ্যে সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্য সভাপতি কাঞ্চন সরকার, সহ-সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল ও সম্পাদক ভরতচন্দ্র মন্ডল। সমাবেশে সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন—পুলিশের ভয়ে চাঁই সম্প্রদায়ের বহু বাড়ীতে দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকার সময় তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হই, তাদের জীবনযাত্রা উপলব্ধি করি। এর জন্যই লোকসভায় বিরোধী বিল এনেছিলাম। প্রণব মুখার্জী বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই চাঁই সম্প্রদায় এতদিন তপশিল জাতিভুক্ত হতে পারেনি।

অনুপ ঘোষাল সম্বর্ধিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিবপুরের প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা পুনশ্চ-র পক্ষ থেকে গত ২৯ ডিসেম্বর হাওড়ার শরৎ সদনে পাঠকপ্রিয় সাহিত্যিক অনুপ ঘোষালকে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতির আসনে ছিলেন কালিদাস মুখোপাধ্যায়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চিত্র পরিচালক সুশীল রায়। তিনি জানান, অনুপ ঘোষালের কাহিনী অবলম্বনে 'দিনান্তে' নামে একটি চলচিত্র পরিচালনার কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন। চিত্রনাট্য রচনার পর্ব শেষ। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেদিন সন্ধ্যায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের পর পুনশ্চর প্রযোজনায় অনুপ ঘোষালের ''ইলেকশান আজেন্ট'' নামে নাটকটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে দর্শকদের তুমুল প্রশংসা লাভ করে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সুমিত চৌধুরী। আমাদের পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখক অনুপ ঘোষালের এই কৃতিত্বে আমরা গর্বিত।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা

(সারা ভারত কৃষক সভার শাখা)

৩২তম রাজ্য সম্মেলন

২৩শে জানুঃ—২৬শে জানুঃ '২০০৩

বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী নগর (রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর)

শৈলেন দাশগুপ্ত মঞ্চ (রবীন্দ্রভবন)

২৩শে জানুঃ '০৩ প্রকাশ্য সমাবেশ

স্থান-ম্যাকেঞ্জি ময়দান, বেলা ১টা

বক্তা ঃ

জ্যোতি বসু, কে. ভরদারাজন

বিনয় কোঙার, সূর্যকান্ত মিশ্র

সমর বাওড়া, মধু বাগ প্রমুখ

সমাবেশে সকলকে আমন্ত্রণ জানাই

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনার

২২-১-০৩—২৬-১-০৩

- দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চ—সদরঘাট
- ধনঞ্জয় মণ্ডল মঞ্চ (ঝাঁকমু)—সম্মতিনগর

প্রতিদিন সংগীত, আবৃত্তি, বাউল, কবিগান, যাত্রা, নাটক, গাম্ভীরা, ছৌ, ঝুমুর, টুসু, লেটো, ভাদু, গীতি আলেখ্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

সময়—প্রত্যহ বৈকাল ৫টা।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রচারিত।

শিল্পপতির জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অরঙ্গাবাদের প্রাচীন বিড়ি কোম্পানী মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক দিলীপকুমার দাস গত ৫ জানুয়ারী কলকাতায় এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। সদালাপী দিলীপবাবু অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের দীর্ঘ সময় পরিচালন সমিতির সভাপতি, ছাবঘাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৩ তম জন্ম উৎসব পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জে নির্মাণ ব্রিক ফিল্ড চত্বরে কালীমন্দিরে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৩ তম জন্ম উৎসব বিশেষ পুজো, হোম ও ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বামীজীর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ মহারাজ।

ফুড সাপ্লাই অফিস ভবন বিপজ্জনক বলে পুরপতিকে চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার অফিস ভবনটির অবস্থা বিপজ্জনক বলে পুরপতিকে এক চিঠিতে জানালেন স্থানীয় অধিবাসীরা। ঐ ভবনটির দোতলায় মহকুমা বন বিভাগেরও একটি অফিস আছে। সেখানেও ঘর ও বারান্দার মাথার চাপড়া খুলে পড়ছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবী ঐ ভবনটিকে পুরসভা অবিলম্বে বিপজ্জনক ঘোষণা করুক।

রাস্তা ঘিরে মারধোর (১ম পৃষ্ঠার পর)

বহরমপুরের দল বাড়ী ফেরার পথে ম্যাকেঞ্জি মোড়ে ঐ ছেলেদের কাছে বাধা পান। গাড়ী থামিয়ে তারা কয়েকজনকে মারধোর করে। উইকেটের আঘাতে ড্রাইভারের নাক ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। জনৈক শিক্ষক (জেলা কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ) তপন ত্রিপাঠীর অভিযোগ মতো রঘুনাথগঞ্জ থানায় সাতজন ছেলের বিরুদ্ধে এফ, আই, আর করা হয়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। উল্লেখ্য, ১২ জানুয়ারী পৌষ মাসের শেষ রবিবার সুভাষ দ্বীপের উদ্দেশ্যে বাকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের সেবক পাহাড়, শিলিগুড়ি, ডালখোলা, পুর্ণিয়া থেকে আসা বাস, ম্যাটাডোর, সুমো, মারুতির ভিড় সদরঘাট চত্বরকে স্তব্ধ করে দেয়। রাস্তায় চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বহু যানবাহন গঙ্গার ধারে, থানা পাড়ার রাস্তায় রাখা হয়। সুভাষ দ্বীপে জায়গা না পেয়ে বেশ কয়েকটি দল গঙ্গার ধারে রান্না শুরু করেন।

না পেলো লাইন না পেলো মিটার (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে কিছু করা যাবে না। অগত্যা আবার সাদেকুলকে ঘুরে আসতে হয়। এ দিকে বিদ্যুৎ কর্মীরা মিঠিপুরে লাইন কাটতে গিয়ে লাইনের সন্ধান না পেয়ে ঘুরে আসে। কয়েকদিন পর আবার সাদেকুল অফিসে এসে এস এস-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সরজমিন তদন্ত করে এর ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। তাই এখন এস এস-এর অপেক্ষায় দিন গুণছেন সাদেকুল।

গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী গুরুতর জখম (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য, এর আগেও গত ২৪ আগষ্ট দুপুরে ব্রাহ্মণীগ্রাম দুর্গা-মন্দিরের সামনে গরু পাচারকারীদের ট্রাকে চাপা পড়ে মেঘাশিয়ারা হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রতনপুরের দীনেশ দাস মারা যায়। এলাকার গ্রামবাসীদের বক্তব্য, গরু ভর্তি লরির বেপরোয়া যাতায়াত বন্ধে মহকুমা শাসক ও সাগরদীঘির ওসির কাছে বার বার আবেদন জানিয়েও কিছু হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

রঘুনাথগঞ্জ-২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

জঙ্গিপুর ★ মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ-২ শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের চাল, ডাল, সরষের তেল, খাদ্য অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সরবরাহ ও মজুত করণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদন করিবার দরখাস্ত ও বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২৭শে জানুয়ারী হতে ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

জগবন্ধু পাল
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
রঘুনাথগঞ্জ-২ শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

৯/১/২০০৩

মেমো নং ৮ আই, সি, ডি, এস/রঘুঃ-২/জঙ্গিপুর তাং ৯-১-০৩

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রাজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে ২৫ বছর
মানুষের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার

স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিই
শিল্পসমৃদ্ধির বুনিয়াদ

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিই আনে সমৃদ্ধির প্রথম নিশ্চয়তা, ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট সরকারের ২৪ বছরের প্রয়াসে কৃষিতে সাফল্য এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমি সংস্কারের ফলে রাজ্যের গ্রামাঞ্চল এখন স্বয়ম্ভর। গ্রামে গঞ্জে গড়ে উঠছে কৃষি ভিত্তিক শিল্প ও ছোট ক্ষুদ্র শিল্প। জেলাগুলিতেও শিল্প উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। এই স্বয়ম্ভরতার প্রেক্ষাপটেই রাজ্যে এসেছে শিল্প জাগরণের জোয়ার। পর্যাপ্ত কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সঙ্গে রাজ্যের বলিষ্ঠ গ্রামীণ অর্থনীতিই দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এই রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে।

রাজ্যের এই আর্থসামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে এবং শিল্পে এক নম্বর হতে আমাদের প্রয়াস এখন আরও নিবিড়, আরও আন্তরিক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা—২২ (৩২) তথ্য / মুর্শিঃ, তারিখ ঃ ৮-১-২০০৩